দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 6 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 7

জাতীয় শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

6 NOV 1988

ভুল সংশোধন চাই

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক চতুর্থ শ্রেণীর "পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান" পুস্তকে সপ্তম অধ্যায় "পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ"। সেখানে অর্থাৎ পুস্তকের ৭৬ পৃষ্ঠায় সপ্তম লাইনে লেখা আছে—'সূর্যের পরই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ সবচেয়ে ছোট প্লুটো।' এ বাক্যটি দ্বারা লেখক কি বুঝাইতে চান ? একই পুস্তকের একই পৃষ্ঠায় দশম লাইনে লেখা আছে—'এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি এবং সবচেয়ে ছোট প্লুটো।' আমরা পড়িয়া আসিয়াছি বুধ সৌর জগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহ এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। কারণ বুধের ব্যাস হইল ৪৪৮০ কিঃ মিঃ আর প্লুটোর ব্যাস হল ৫৭৯২ কিঃ মিঃ তাহা হইলে কিভাবে প্লুটো সৌর জগতের ছোট গ্রহ হয় ?

নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক ভূগোল পুস্তকের নবম পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—'পৃথিবী হতে চন্দ্রের গড় দূরত্ব ৩৮১৫০০ কিঃ মিঃ।' কিন্তু একই পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—'পৃথিবী হতে চন্দ্রের গড় দূরত্ব মাত্র ৩৮৪৩৩২১ কিঃ মিঃ।' তাহা হইলে দেখা যায় দূরত্বের ব্যবধান ৩৪৬১৮২১ কিঃ মিঃ। এত বড় ভুল কিভাবে মানিয়া নেওয়া যায় ?

—মোঃ আবুল হাছানাত ভূঞা,
প্রভাষক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
ধামরা (ডিগ্রী) কলেজ বরিশাল।

প্রসঙ্গঃ সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ

বিগত ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৮তে দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে "সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ" শিরোনামায় একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রলেখিকা হামিদা বানু কলেজের শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং বিষয়ের পাঠদান সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখিয়াছেন উহার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক তথ্য তুলিয়া ধরা হইলো।

১) ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসারে অত্র কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসে শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং বিষয়টি বাণিজ্য শাখায় চতুর্থ বিষয় হিসাবে রাখা হইয়াছে।

২) একই ক্লাসে ৭২ (বাহাত্তর) জন ছাত্রী থাকায় এত অধিক সংখ্যক টাইপ মেশিন কলেজের পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সে কারণে কেবলমাত্র অনুশীলনীর প্রয়োজনে কলেজের পার্শ্বে অবস্থিত "বিজনেস এণ্ড প্রফেশনাল উইমেনস ক্লাব" পরিচালিত টাইপিং সার্টিফিকেট কোর্সে টাইপিং অনুশীলনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩) কোর্সটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসারে অনুশীলনী প্রদান করা হয়। চারমাসকালীন সার্টিফিকেট কোর্সটির জন্য ছাত্রীদের নিকট হইতে একশত টাকা ভর্তি ফী সহ মাস প্রতি একশত টাকা হিসাবে চারশত টাকা বেতন বাবদ মহিলা প্রতিষ্ঠানটি রসিদ মারফত গ্রহণ করে। এই পাঁচশত টাকা কলেজ প্রাপ্ত হয় না। কোর্স সমাপনীতে ছাত্রীরা যথাযথ সনদ প্রাপ্ত হয়। ছাত্রীদের কল্যাণের এবং প্রয়োজনের প্রশ্নটিকে বিবেচনায় রাখিয়াই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, গত অভিভাবক দিবসে অভিভাবকবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও সব ছাত্রীই টাইপিং-এর কোর্সটিতে ভর্তি হয় নাই। কারণ বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। অথচ পত্রলেখিকা বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দায়িত্বশীল অভিভাবকবৃন্দ সবসময় কলেজ কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদের সমস্যার সমাধান করেন। একতরফাভাবে শুধু সমস্যার প্রসংগ তুলিয়া কলেজের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি